বারুয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশবালি

০১। ড্রেস কোডঃ বিদ্যালয়ের ইউনিফরম পরিধান করে বিদ্যালয়ে আসতে হবে। ইউনিফরম সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ:

ক) ছেলেদেরকে সবুজ রংএর টি-শার্ট ও কালো রং এর সাধারণ কাপড়ের (জিন্স কাপড়ের নয়) প্যান্ট পরিধান করতে হবে।

খ) মেয়েদেরকে সবুজ রংএর ফ্রক ও সাদা রংএর কাপড়ের সালোয়ার পরিধান করতে হবে। ফ্রকের হাতায় সাদা কাপড়ের বর্ডার,গলায় সাদা কাপড়ের কলার, কোমরে সাদা কাপড়ের বেল্ট ও সাদা কাপড়ের ক্রস ওড়না থাকবে এবং সাদা কাপড়ের স্কার্ফ বাধ্যতামূলকভাবে পরতে হবে। তদুপরি যদি কোনো মেয়ে অতিরিক্ত স্কার্ফ/ওড়না/হিজাব পরতে চায়, তবে তা সাদা কাপড়ের হতে হবে। মেয়েদের চুল দুই বেনী করে লাল ফিতা দিয়ে বেঁধে আসতে হবে।

গ) নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত সাদা রংএর জুতা ব্যবহার করা ছেলে ও মেয়ে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক।

ঘ) ছেলেদের মাথার চুল যথাসম্ভব ছোট ও রুচিসম্মত করে রাখতে হবে। ছেলে কিংবা মেয়ে কেউই চুলে কোন রকম কৃত্রিম রং ব্যবহার করতে পারবে না।

ঙ) হাতের নখ যথাসম্ভব ছোট রাখতে হবে।

চ) কোন ছেলে শরীরের কোন অংশে কোন রকম অলংকার ব্যবহার করতে পারবে না।

ছ) মেয়েরা শুধু কানে বা নাকে ছোট আকারের অলংকার ব্যবহার করতে পারবে।

জ) স্কুল ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় স্কুলে না এসে স্কুলের বাইরে অন্য কোথাও কোন শিক্ষার্থীকে দেখা গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০২। আচরণবিধিঃ

ক) বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও ক্লাসরুমে কোন শিক্ষার্থী মোবাইল সেট (সচল, বিকল বা মেরামতযোগ্য যা-ই হোক না কেন) বহন বা ব্যবহার করতে পারবে না। কারো কাছে মোবাইল সেট পাওয়া গেলে এবং তা বিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাছে ধরা পড়লে তার মোবাইল সেট ফেরত দেওয়া হবে না।

খ) স্কুল ব্যাগের ভিতরে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ যেমন: বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, প্লাস্টিকের স্কেল, ক্যালকিউলেটর, জ্যামিতি বক্স, পেন্সিল কাটার ও ইরেজার ইত্যাদি ভিন্ন অন্য কোন রকমের দ্রব্য, উপকরণ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বহন করতে বা রাখতে পারবে না।

গ) স্কুলে প্রবেশ করার পর কোন শিক্ষার্থী কোন অজুহাতেই বিদ্যালয়ের গেটের বাইরে যেতে পারবে না। অনিবার্য কারণ দেখা দিলে প্রধান শিক্ষক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

ঘ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পানিভর্তি বোতল সাথে রাখতে হবে। পানি পানের অজুহাতে কাউকে ক্লাসের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।

ঙ) বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কোন শিক্ষার্থীকে ধুমপান করতে দেখা গেলে এবং ধুমপানের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ছ) প্রয়োজন ছাড়া এক কক্ষের কোন শিক্ষার্থী অন্য কোন কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না। তেমনি এক ফ্লোরের কোন শিক্ষার্থী অন্য কোন ফ্লোরে যেতে পারবে না।

০৩। সময়সুচিঃ

ক) সকাল ০৯টা ৩০মিনিটের পূর্বে কোন শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে না।

খ) সতর্ক ঘণ্টা বাজার পর কোন শিক্ষার্থী ক্লাসের বাইরে বা বারান্দায় অবস্থান করতে পারবে না। টিফিনের পরেও এই নিয়ম পালন করতে হবে।

গ) ছুটির সময় শিক্ষকের উপস্থিতিতে আগে মেয়েরা এবং তারপর ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবে।

ঘ) পর পর তিন দিন অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবকের কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে ক্লাস করতে দেওয়া হবে না।

০৪। পাঠগ্রহণ ও পাঠপ্রস্তুতিঃ

ক) প্রতিদিন প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্য বই ও ডায়েরি নিয়ে ক্লাসে আসতে হবে।

খ) শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রেণির কাজে মনোযোগসহ অংশগ্রহণ করতে হবে এবং বাড়ির কাজ নিয়মিত ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

গ) ক্লাস চলাকালীন সময়ে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া অন্য কারো সাথে কথা বলা যাবে না।

ঘ) স্কুলে আসার পর শুধু শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছুটি দেওয়া যেতে পারে। অন্য কোন কারণে ছুটি দেওয়া হবে না। পূর্বনির্ধারিত ছুটির প্রয়োজন হলে ডায়েরির নির্দিষ্ট স্থানে ছুটির কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

ঙ) পেশাব-পায়খানার মত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে ক্লাসের বাইরে যাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ক্লাস ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিতে হবে।

চ) শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ক্লাস রুম পরিস্কার রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

০৫। পরীক্ষা সংক্রান্তঃ

ক) সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষায় কাংখিত ফলাফল অর্জন করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে পরবর্তী শ্রেণিতে প্রমোশন দেওয়া হবে না।

খ) পরীক্ষার হলে কোন শিক্ষার্থী পাশের পরীক্ষার্থীর সাথে কথা বললে, অন্যের খাতা দেখে লিখলে বা অন্য কোন ধরণের অসদুপায় অবলম্বন করলে অথবা শিক্ষকের সাথে অশোভন আচরণ করলে, তাকে পরীক্ষার হল থেকে বহিস্কার করা হবে এবং তাকে ঐ বছর আর কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

০৬। বেতন আদায়ঃ

ক) প্রত্যেক মাসের ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০ তারিখে নিজ দায়িত্বে বেতন পরিশোধ করতে হবে। পরপর দুই মাসের বেতন বকেয়া হলে তৃতীয় মাসে ৫০ টাকা শৈথিল্য জরিমানা বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে।

খ) কোন শিক্ষার্থী স্কুল পলায়ন করলে ১০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

০৭। অন্যন্যাঃ

ক) নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

খ) শিক্ষার্থীর বাড়ির তৈরি খাবার টিফিন হিসাবে নিয়ে আসতে হবে। বাইরের খাবার খাওয়ার অভ্যাস যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।

ঘ) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সম্পদ যেমন: ইলেকট্রিক সুইচ, সুইচ বোর্ড, বৈদ্যুতিক বাতি, পানির কল, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদির ক্ষতি সাধন করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঙ) বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের কোন অংশে বা শ্রেণিকক্ষসমূহের দেয়ালে লেখা বা ছবি আঁকা থেকে বিরত থাকতে হবে।

চ) ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত ও পৃথক টয়লেট ব্যবহার করতে হবে। টয়লেটে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ব্যবহার করতে হবে। টয়লেটের দেওয়ালে কোন কিছু লেখা যাবে না।